তারিখ ...14 JAN 1991 ...
পৃষ্ঠা... 6 ... কলাম... 6 ...

দৈনিক বাংলা

চমক আছে— নেই শিক্ষার আয়োজন

হোসনে আরা শাহেদ

শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটছে, সেই সঙ্গে পরিবর্তন আসছে শিক্ষা ব্যবস্থায়ও। যুগ ও কালের প্রয়োজনেই এই পরিবর্তন-এ সত্য মনে রেখেও কিছু কিছু পরিবর্তন প্রশ্ন তুলছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে স্কুলের ক্লাশে ক্লাশে বিষয় ভিত্তিক দু'টো, তিনটি এমনকি চারটি করে পর্যন্ত খাতা তার সঙ্গে নোট বুক, বড় পেন্সিল ড্রয়িং খাতা ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক খাতা। চারটি করে খাতার বিভাজন এই রকম একটি হোম টাস্কের একটি ক্লাশ ওয়ার্কের একটি বড় টিউটোরিয়ালের একটি আকস্মিক ক্লাশ টেস্টের।

এই খাতাগুলো যেমন-তেমন খাতা হলে চলেনা। স্কুলের নাম জানানো বিশেষ নম্বরের খাতা হতে হয়। এই কারণে যে কোন ও দোকানের খাতা কিনলে হয় না-নির্দিষ্ট দোকান থেকেই কিনতে হয়। শুধু খাতা কেন, নির্দিষ্ট দোকান বইয়ের জন্যও নির্ধারিত হয়। সব মিলে অবস্থা এই দাঁড়ায়—নির্দিষ্ট দোকানে গিয়ে শ্রেণীর নাম বললেই খাতা-বইয়ের তৈরী করে রাখা সেটটি পাওয়া যায়। চটপট জানা যায় টাকার অংকও। সময় বেঁচে যায়।

শুধু বাঁচে না টাকা ও ধকল। অভিভাবকদের বাসস্থান নির্দিষ্ট দোকানের কাছে নিতে হবেই, এমন কথা নেই। ছেলে মেয়ের বই কেনার জন্য লম্বা পথ পাড়ি দিতে হয়। এটা স্বস্তির নয়। সুখের তো নয়ই। সন্তানের জন্য বই-খাতা ধারে কাছের লাইব্রেরী থেকে কেনা যাবে না কিংবা বন্ধু বান্ধবের দোকান থেকে নেয়া যাবে না—এ ভালো লাগার বিষয় নয়। নাম টাম খোদাই থাকার জন্য ঐ সব খাতা পত্রের দাম স্বাভাবিকভাবে কিছু হলেও বেশীই হয়। নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়ার গুণে দোকানীর ক্রেতাকে আর তোষামোদ করার বা ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার ব্যাপারে নীতিমালার প্রতি যত্নবান হওয়ার দরকার করে না। অথচ অন্য যে কোনো খোলা দোকানে কিঞ্চিৎ বা বেশী, অবস্থা বুঝে, কনসেশন পাওয়া যায়। আর্থিক আসানের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক যে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয়, তার মূল্য কম নয়।

এখন প্রশ্ন, এমন করে নাম জানানো খাতার বাড়তি উপকারিতা কি? সুনির্দিষ্ট লাইব্রেরীর দারস্থ হতে কাছের-দূরের সকলকে বাধ্য করার মাজেজা কি? শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে অন্তত—এর যোগসূত্র আছে বলে মনে হয় না। তাহলে? অবস্থা সকল বিদ্যালয়ই এমন ধারা চালু করেননি; এমনকি যারা করেছেন তাদের সংখ্যাও সমগ্রের তুলনায় ধর্তব্য না। কিন্তু তা হলেই তার গুরুত্ব কম হলে কথা ছিল না। এই মুষ্টিমেয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফলাফলের আভিজাত্যে উজ্জ্বল। ফলে তাঁরা অভিভাবকবৃন্দের ও শিক্ষার্থীদের পরম আকাংখার। কিন্তু এই ফলাফলের সঙ্গে খাতা পত্রের মধ্যে নাম ছাপানোর বা কেনা কাটার দোকান নির্দিষ্ট করার সম্পর্কে কতোখানি, এ জিজ্ঞাসা অনেকের।

স্কুলের নাম ছাপানো খাতার প্রতি কোমল শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ বেশী হবে, তা স্বাভাবিক। এজন্য ঢাকার বই পত্র কেনা-বেচার বিতানগুলোর প্রতিটিই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ছাপিয়ে কিছু সংখ্যক খাতা রাখার ব্যবস্থা করতো যদি, তা অস্বাভাবিক হতো না, কেননা তা বাণিজ্যিক কৌশল বলে চিহ্নিত হতে পারতো। তেমন কিছু না হয়ে দু'একটি লাইব্রেরীর ঘাড়ে একাধিক প্রতিষ্ঠানের ভার পড়ায় শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের জন্য ক্ষেত্র বিশেষ বই-পত্র কেনা কাটা করা বোঝার মতো হয়ে পড়েছে।

ছাত্র ছাত্রীর মন শৃংখল করে গড়ে তুলতে স্কুলের পরিবেশে চমক সৃষ্টি দরকার, সন্দেহ নেই। এ চমক কি খাতা পত্রের চেহারায় ও বই-খাতার সেট সুনির্ধারিত বইয়ের বিপণী থেকে কেনায়? ব্যাপারটি অনেকের কাছেই স্বচ্ছ নয়। নয় বলেই কখনও খটকা লাগে, কখনও মনে কষ্ট দেখা দেয়। যে কোনো ধরণের বাধ্য বাধকতায় মন প্রতিবাদী হয় অবশ্য যদি তা সুস্পষ্ট কারণ নির্ভর না হয়।

খাতার সংখ্যা সম্পর্কেও কথা উঠে। এমন এক কাল ছিল যখন একটি মাত্র রাফ খাতায় স্কুলের সব বিষয়ের কজ করা গেছে। বিষয়ভিত্তিক 'বাড়ির কাজের' খাতা ছিল, বটে। তবে তাও এখনকার মতো পেপার-ভিত্তিক নয়। সেইকালের পড়ালেখার মান আজকের চেয়ে কম ফলপ্রসূ ছিল। এমন নিশ্চয়ই দাবী করবেন না কেউ। বরং সত্য যদি বলতেই হয়, বলা যায় একটি মাত্র রাফ খাতায় প্রতিটি সাবজেক্টের সেসব তথ্য সন্নিবেশিত থাকতো অর্থাৎ শিক্ষকদের ক্লাসের কথাবার্তা থেকে যা নোট করা হতো, তা আজকাল সকল খাতা সমন্বয়েও পাওয়া যাবে না। এ ছাড়া সেসময় প্রতিটি 'ক্লাসের কাজ' 'বাড়ির কাজ' খাতার পাতায় পাতায় শিক্ষকের ভুল সংশোধন করা চিহ্ন, উন্নতমান করার মন্তব্য ও লালকালির স্বাক্ষর থাকতো। এখন যা কল্পনাতীত। এখন সকলি নিয়ম রক্ষা মাত্র। এর কারণ অবশ্য স্পষ্ট।

এখন বড় সংকট। এ সংকট সময়ের, এ সংকট সদিচ্ছার। এখন আমাদের হাতে অনেক কাজ। সাধ্য কি স্কুলের ছাত্রছাত্রীর ক্লাসের বা বাড়ির কাজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার? মনও ঠিক চায় না, চইলেও তেমন পারা যায় না। এখন সর্বত্র দ্রুততা। এই দ্রুতার আবর্তের একটিই মর্মার্থ 'আপন পরাণ বাঁচা'। নিজে বাঁচতে গিয়ে অন্যের বাঁচা-মরা উপেক্ষা করার এই নিরুপায় যুগে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি নিবিষ্ট থাকার প্রত্যাশা বোধ হয় অতি আশাই।

এ তথ্য শিরোধার্য করেই ফের প্রশ্ন জাগে। খাতাপত্রের সংখ্যা অনাবশ্যক বাড়ানোর তবে কি যৌক্তিকতা আছে? চিত্রাংকন, মানচিত্র অংকন এসব অবশ্যই অনিবার্য সংযোজন। কিন্তু শুধুমাত্র সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য বিপুল ব্যয়ের আয়োজন কতোটুকু সমীচীন হতে পারে?

ব্যাপাটি আলোচনা জরুরি এজন যে, এজন্য যে, সংক্রামক ব্যাধির মতোন এমন প্রবণতা অন্যদেরও আক্রান্ত করতে শুরু করেছে। অনেকেই ধরে নিতে শুরু করেছেন, স্কুলের বা প্রতিষ্ঠানের ঠাট বজায় রাখতে বা বাড়াতে বুঝি এই ধরনটাই উত্তম। এতে হয়তো অভিভাবক প্রতিষ্ঠানকে মর্যাদার চোখে দেখবেন। এমন ভ্রান্তি বিলাসে আত্মাহুতি দিতে যেন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই আধুনিককালে তৎপর। এমন উদ্যোগ অথবা এমন ভাবনাও ভয়ংকর। কেননা এতে করে অভিভাবকদের ওপর যে আর্থিক চাপ পড়বে, তা কালক্রমে শিক্ষার পথই রুদ্ধ করবে।

ইংরেজী মাধ্যমের কিন্ডারগার্টেনগুলো এমন ব্যবস্থার পথ প্রদর্শক। খাতার সংখ্যা ও প্রতিষ্ঠানের নাম-ছাপানো তাদেরই অবদান। তবে মুশকিল এই, যে পদ্ধতি থেকে ইংরেজী মাধ্যমের প্রতিষ্ঠান এমন করে খাতার সংখ্যা বেশী করার দীক্ষা নিয়েছে—সেই পদ্ধতিতে কিন্তু খাতাগুলোর সদ্ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ ছাত্রদের লেখা ঠিকভাবে দেখা এবং প্রয়োজনে বার বার লিখিয়ে শুদ্ধ করানো হয়। এইসব নিয়মের প্রবক্তা যেসব দেশ, সেসবখানে শ্রেণীকক্ষে ছাত্রসংখ্যা যেমন নির্দিষ্ট, তেমনি নির্ধারিত শিক্ষকের দায়-দায়িত্বও। 'ছাত্র মনোযোগী নয়' অথবা 'ছাত্র কিছুই পারে না'—এ জাতীয় মন্তব্য করে দায় এড়িয়ে যাওয়া শিক্ষকদের পক্ষে সম্ভব নয়।

কোনও পদ্ধতির পুরোটা না নিয়ে আধাটা নিলে যা হয়, তাই ঘটছে এখানে। ডাট, ঠাট, চমক, সৌষ্ঠব সবই আছে, পুরোমাত্রায়ই আছে, নেই অন্তর্নিহিত দিকটি। ফলে ব্যাপারটি হয়ে পড়ছে একদিকে ভীতির, অন্যদিকে রিক্তির। প্রথমটি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য, দ্বিতীয়টি অভিভাবকের জন্য।

প্রভা ও জৌলুসে দীপ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের নিষ্প্রভ সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলোর দিক দিশারী হতে পারে, হয়ও। কিন্তু অন্তঃসারশূন্য আনুষ্ঠিকতা প্রধান নিয়মকানুন যদি তাদের বৈশিষ্ট্য হয়, তবে অন্যদের গ্রাস করবে তা-ই, বেশী কিছু নয়। ফলাফল হবে সাধারণদের মধ্যে যে অত্যুজ্জ্বল গুণ ছিল সাদামাঠা থাকতে পারা, বিনাশ ঘটেছে তারও।

হতভাগ্য এই সমাজের জন্য এ কি সমর্থন করা যা। এমনিতেই আমাদের সর্বস্তরের শিক্ষার্থীরা গিনিপিগ বই আর কিছু নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার টানাহেঁচড়ায় তারা সর্বস্ব খোয়াতে বসেছে— আশা, স্বপ্ন, প্রবৃত্তি, ভবিষ্যৎ। এদের জন্য আরও অন্তরায় দৃষ্টি করে কি লাভ? কতোটুকু লাভ? এই নাজুক ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি-মালা কর্তৃপক্ষীয় তরফ থেকে অত্যা-বশ্যক বলে মনে হয়।